গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাস

প্রাচীন ভারত

- ডঃ তন্ময় রায়

গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাস

ডঃ তন্ময় রায়

গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাস

প্রাচীন ভারত

ডঃ তন্ময় রায়

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী

ডি এল— ১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক,
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

GUPTOCHARBRITTIR ITIHAS

By Dr. Tanmoy Roy

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৪ ই পৌষ, ১৪২৯ ।। ৩০ শে ডিসেম্বর, ২০২২

প্রচ্ছদ ঃ ডঃ তন্ময় রায়

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক
(প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশ মুদ্রণ বা
প্রতিলিপিকরণ
আইন অনুযায়ী করা যাবে না)

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে
মিলন গঙ্গোপাধ্যায় ও রুমা চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত
কর্মসচিব ঃ সমীর দাস

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
অনিকেত কম্পিউটার
১২/৯/১, পল্লীশ্রী, রহড়া, পোঃ- রহড়া,
কলকাতা - ৭০০ ১১৮
মোবাই ঃ ৯৮৩০৬৮৫৪০৩

ISBN : 978-93-95825-07-8

প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশক
ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী
ডি এল— ১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১
মোবাইল ঃ ৮৬৯৭১৬৬৭১৩, ৮৯১০১৫৫৩৫৫, ৯৮৭৫৩৬৪৫৩১

বিনিময় ঃ ৩০০ টাকা

প্রাক্‌কথন

ডঃ তন্ময় রায় একজন গবেষক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর বিষয় ছিল প্রাচীন ভারতের গুপ্তচর ব্যবস্থা। তার উপর ভিত্তি করেই ভিন্নধর্মী এই বই 'গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাস '।

যারা ইতিহাস চর্চা করতে ভালোবাসেন এবং অনুসন্ধিৎসা আছে তাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। তাই এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বিধাননগর
ডিসেম্বর, ২০২২

ধন্যবাদান্তে
সৌমেন চক্রবর্ত্তী
ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে
(চলভাষ ঃ ৮৬৯৭১৬৬৭১৩

সূচীপত্র

মুখবন্ধ ৭

প্রথম অধ্যায় — ভূমিকা ৯

আদি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষিত আলোচনা।

প্রাচীন ভারতীয় গুপ্তচর ব্যবস্থার ইতিহাস অনুসন্ধানে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসচর্চা।

দ্বিতীয় অধ্যায় — কৌটিল্যের গুপ্তচর ১৮

অর্থশাস্ত্রের নিরিখে গুপ্তচরদের শ্রেণীকরণ।

গুপ্তচরদের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা বিচার।

গুপ্তচরদের নিয়োগ প্রক্রিয়া।

তৃতীয় অধ্যায় — মুনুস্মৃতির চরবৃত্তি ৪৯

চতুর্থ অধ্যায় — গুপ্তচরের গুপ্তসত্ত্বা ৭৫

সামাজিক অনুষঙ্গ বিচার বিষয়ক সমীক্ষা।

প্রচীন ও আধুনিকের যোগসূত্র হিসাবে গুপ্তচর ব্যবস্থার উপযোগীতা বিচার।

পঞ্চম অধ্যায় — ১০২

বিষকন্যা ঃ আদি ঐতিহাসিক পর্বের এক বিশেষ কূটনৈতিক অস্ত্র

শব্দকোষ ১১৩

গ্রন্থপঞ্জী ১২১

চার্ট ১৩৫

মুখবন্ধ

অজানাকে জানবার ও অদেখাকে দেখবার ইচ্ছা মানুষের চিরকালীন। সম্ভবত এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই কালক্রমে গুপ্তচর ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। সমাজ ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তথা জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কবে যে এক সুসংগঠিত ব্যবস্থা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা সঠিকভাবে বলা যথেষ্ট কঠিন। কেবল প্রাচীন নয় বর্তমানেও প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্র কাঠামোর প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল এক সুসংগঠিত গুপ্তচর ব্যবস্থা। গুপ্তচর ব্যবস্থা কোন একমাত্রিক ব্যবস্থা নয়। জালের মতো বিন্যস্ত এই ব্যবস্থার সবথেকে ক্ষুদ্রতম একক হল একজন গুপ্তচর। সম্পূর্ণ ভাবে অদৃশ্য এই ব্যবস্থার সঠিক স্বরূপ উদ্ঘাটন তাই এক প্রকার অসম্ভব। কেবল শত্রুকে চিহ্নিতকরণ বা ধ্বংস নয়, গুপ্তচর ব্যবস্থার এক গঠনমুলক দিকও রয়েছে। রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও গুপ্তচরের সাহায্য অপরিহার্য।

গুপ্তচর ব্যবস্থার প্রাচীনত্ব নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ভারতীয় ইতিহাসে সর্বপ্রথম এর সুসংগঠিত রূপ কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়েছে। যুগ, সময়, অবস্থা, পরিস্থিতি যাইহোকনা কেন, যেকোন সুসংগঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গুপ্তচরদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভরতার যুগে এর রূপ অনেক জটিলতর হলেও পদ্ধতিগত দিক থেকে তা একই রয়ে গেছে। 'হানিট্র্যাপ', 'বাগিং' বা টেলিফোনের মাধ্যমে আড়িপাতা, 'ডবল এজেন্ট' নিয়োগ, শত্রু দেশের রাজকর্মচারীদের নানান প্রলোভনে গুপ্তচরবৃত্তি করানো, ইত্যাদি প্রত্যেকটি কৌশলের ব্যবহার কোন নতুন অবিষ্কার নয়, তা প্রাচীন পদ্ধতিরই প্রতিরূপ।

আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের গুপ্তচর ব্যবস্থার বিন্যাস, গুপ্তচরদের নিয়োগ প্রক্রিয়া তাদের গুপ্ত কার্যাবলী, রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব এবং সর্বোপরি গুপ্তচরদের সামাজিক অবস্থান আলোচনা করা হয়েছে। আকর গ্রন্থ নির্ভর এই আলোচনা সাধারণ পাঠক থেকে শুরু করে গবেষক সকলের কাছেই যথেষ্ট তথ্যমূলক হবে। এই গ্রন্থের মূল আকর্ষণ হল প্রাচীন গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে আধুনিক গুপ্তচরবৃত্তির তুলনা এবং বিশষভাবে প্রাচীন ভারতের বিষকন্যাদের ইতিহাস উদ্ঘাটন।

একজন ইতিহাসের ছাত্র থেকে গবেষক বা লেখক হয়ে ওঠার মধ্যবর্তী যাত্রাপথ সহজ না হলেও, যথেষ্ট অভিজ্ঞতাদৃপ্ত ছিল। এ যেন ঠিক বিজিগীষু (অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত ভবিষ্যতের রাজা) থেকে চক্রবর্তী রাজা হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা। আমার এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যার কৃতিত্ব সর্বাধিক, তিনি হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা ডঃ সুচন্দ্রা ঘোষ। নিজের ভালোলাগার গণ্ডি পেরিয়ে কেবলমাত্র আমার ভালোলাগাকে প্রাধান্য দিয়ে আমাকে স্বাধীন ভাবে গবেষণা করার অনুপ্রেরণা জোগানোর জন্য আমি প্রিয় ম্যাডাম এর কাছে আমি চির ঋণী থাকব।

গবেষণা ক্ষেত্রে পদার্পন এবং এই গ্রন্থ প্রকাশনায় যাদের ভূমিকা অসামান্য তাদের মধ্যে প্রথমেই আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই স্কাটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ শ্রীময়ী গুহঠাকুরতাকে। গবেষণার আসার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা আমি তার কাছ থেকেই লাভ করেছিলাম। শুধু সেই দিনটি নয়—এই যাত্রাপথের প্রতিটা পদক্ষেপে তিনি আমাকে এগিযে চলার যে সাহস জুগিয়েছেন তার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ।

সবশেষে যাদের কথা উল্লেখ না করলে সম্পূর্ণটাই অপূর্ণ থাকে তারা হলেন আমার মা, বাবা, স্ত্রী ঐন্দ্রিলা, আত্মীয় পরিজন, সহ আমার শুভাকাঙ্খী প্রত্যেকে। যাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সাহায্য ছাড়া এ কাজের বাস্তবায়ণ ছিল অসম্ভব। আমি নয়, আমার দেখা স্বপ্ন ও তাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পিছনে নিঃশব্দে যারা নিজেদের সবটা দিয়েছে তারাই এর প্রকৃত নির্মাতা।

আমার সামগ্রিক উদ্যোগ, প্রয়াস, চেষ্টা সমস্ত কিছুকে আমি উৎসর্গ করতে চাই আমার প্রিয় ঠাকুমা শ্রীমতি অমিতা রায় এবং আমার মৃত কাকা স্বর্গীয় শ্রী চিন্ময় রায়কে। যাদের আশীর্বাদ ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথে আমাকে সাহস জোগাবে।

তন্ময় রায়

Tanmoy Roy.